UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 41 ❑ 28 Dec., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

হাত দিয়ে টানলেই উঠছে পিচ, রাস্তার কাজ বন্ধ করল বাসিন্দারা

প্রতিনিধি ঃ এলাকার একমাত্র পিচের রাস্তা সবে তৈরি হয়েছে। সেই রাস্তায় হাত দিয়ে টানলে উঠে যাচ্ছে পিছের চাদর। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরীর অভিযোগে এনে কাজ বন্ধ করে দিল। বাগদা ব্লকের বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুস্তাফাপুর এলাকার ঘটনা।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এক বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এলাকার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই রাস্তাটি। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিন ধরে দাবি মেনে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রতি এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। মুস্তাফাপুর থেকে বয়রা বাগদা সহ একাধিক জায়গায় যাওয়ার ১.৩৮ কিলোমিটার রাস্তা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তাটি খুবই নিম্নমানের তৈরি হচ্ছে। রাস্তার সিডিউল কাজ হচ্ছে না। অনেক জায়গাতে হাত দিয়ে টান দিলে রাস্তার পিচের চাদর উঠে আসছে। এই নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসীরা। এরপর রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয় বাসিন্দারা। ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ জানান তাঁরা।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, কোন প্রয়োজন ছিল না রাস্তা সংস্কারের। আগের রাস্তাই ভালো ছিল। কারণ যা রাস্তা হচ্ছে দুই এক মাস বাদে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। স্থানীয় এক গৃহবধুর কথায় 'আমরা কোন রাজনীতি বুঝি না, আমরা চাই রাস্তা। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য নেতা শ্রীনাথ সাহা বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১লক্ষ ৫২হাজার ৬৭৩টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। তার অর্ধেক টাকারও কাজ হচ্ছে না। সিডিউল অনুযায়ী ২০এমএম গুঁড়ো পিচ দেওয়ার কথা থাকলেও ৪-৫ এমএম পিচ দিয়ে রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে। আমরা এলাকার মানুষ আন্দোলনে নেমেছি।

রাস্তার বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা মুস্তাফাপুর গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য সুকুমার মন্ডল বলেন, 'এ বিষয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলব। এভাবে রাস্তা করলে চলবে না।

যশোর রোড সম্প্রসারণ করলে ফেনসিডিল সিরাপ, গরুপাচার, চোরাচালান বন্ধ হয়ে যাবে : মীনাক্ষী

প্রতিনিধি ঃ যশোর রোড চওড়া না হওয়ার কারণেই চোরাচালান চলছে। রবিবার বিকেলে বনগাঁর মতিগঞ্জে এক সমাবেশে এমনই দাবি করলেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি।

ব্রিগেডে আগামী ৭ জানুয়ারি ডি ওয়াই এফ আই এর সভা হবে। তার প্রস্তুতি সভা ছিল এদিন। সেই সভা থেকে তৃণমূল বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তিনি। তিনি যশোর রোডের সম্প্রসারণ না হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'যশোর রোড সম্প্রসারণ করলে ফেনসিডিল সিরাপ, গরুপাচার, চোরাচালান বন্ধ হয়ে যাবে। তাই যশোর রোডকে ছোট্ট করে রাখতে হবে। তাই মমতা ব্যানার্জি বুকচিতিয়ে লড়াই করেছিলেন।

এ দিন তিনি তৃণমূল ও বিজেপিকে একই ঘরের ঘরজামাই বলেন। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মিনাক্ষী বলেন 'দুটি দলই আরএসএস-এর ঘরে আছে। দুটি দলই সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বিরোধী এই দুটি পার্টি। সে কারণেই তাদের একই ঘরের ঘরজামাই বলেছেন।

মিনাক্ষীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন ' ৩৪ বছর সিপিএম দুঃশাসন চালিয়েছে। তৃণমূল সরকারে আসার পর মমতা যা উন্নয়ন করেছে তা স্বাধীনতার পর হয়নি। ওরা কেরলে গিয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গে জোট করে। ওরা দ্বিচারিতা করছে।

যশোর রোড সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ বলেন, ও বাচ্চা মেয়ে কিছুই জানেন না। যশোর রোড সম্প্রসারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক্তিয়ারে নয়। ওদের সময় সিপিএম নেতারা পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

শুরু হয়েছে চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর বেহাল সড়কের সংস্কার

নীরেশে ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া বাজারে ৩৫নং জাতীয় সড়ক যশোহর রোড থেকে বের হয়ে ঠাকুরনগরগামী পাকা রাস্তা দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল হয়ে রয়েছে। কয়েক মাস পূর্বে এই সড়কের একপাশ দিয়ে পানীয় জলের মোটা মোটা পাইপ বসানোর পর রাস্তাটি আরোও বেহাল হয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা ধরেই কয়েকটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া হাট বাজার কলেজ এবং হাসপাতালে ও এই রাস্তাধরেই চলাচল করতে হয় এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনকে। রাস্তার একধারে পাইপ লাইন বসানোর ফলে বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গর্তগুলি যথাযথভাবে ভরাট না করায় রাস্তায় যাতায়াত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। রাস্তা ছোট হয়ে যাওয়ায় মাঝে মধ্যেই ছোট খাটো দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে রাস্তায় চলাচলকারী মানুষজনকে এবং সেই সঙ্গে রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনের চালক ও যাত্রী সাধারনকেও সে কারনে এলেকাবাসী অনতিবিলম্বে রাস্তাটির সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন বেশ কিছু দিন ধরে। অবশেষে বেহাল রাস্তাটিতে মেরামতির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলেকাবাসী। রাস্তার ধারের গর্তগুলি গুরুত্ব দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে। সঠিক ভাবে রাস্তাটির সংস্কার সাধন হলে ব্যস্ততম এই সড়কে যাতায়াতকারী মানুষজন উপকৃত হবেন।

মতুয়া ধর্ম সম্মেলনে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্যের অভিযোগ, ভক্তদের কাছে অপমানিত মন্ত্রীর গালাগাল করার অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ মতুয়া মহাসংঘের অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজনৈতিক কথা বলছেন মন্ত্রী। এমনই অভিযোগে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে সরব হলেন মতুয়া ভক্ত। ভক্তদের কাছে অপমানিত হবার কথা স্বীকার করে নিয়ে মন্ত্রী অবশ্য তাদের তৃণমূলের লোক বলে দাবি করে তাকে গালিগালাজ করার অভিযোগ আনলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার ট্যাংরা কলোনী এলাকায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন ট্যাংরা কলোনী এলাকায় মতুয়া মহাসংঘের তরফে মতুয়া ধর্ম সম্মেলন এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আমন্ত্রণ পেয়ে বিকালে মন্ত্রী গিয়েছিলেন। সেখানে মতুয়া ভক্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। পি আর ঠাকুর ও বড়মা বীণাপাণি দেবীর প্রসঙ্গ টেনে সিএএ মতুয়াদের দীর্ঘদিনের দাবির কথা বলেন। শান্তনু বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্যারান্টী দেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ হবেই।

বক্তব্য শেষে পায়ে হেঁটে খাবার পরিদর্শন করতে যান মন্ত্রী। অভিযোগ, সেখানেই কয়েকজন ভক্ত মন্ত্রীকে ঘিরে রাজনৈতিক বক্তব্য কেন রেখেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করেন। বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং মন্ত্রীর সঙ্গে তর্কে জড়ান। ক্ষুব্ধ মন্ত্রী সেখানে মেজাজ হারান। আয়োজক ফাল্গুন মালাকারের দিকে তেড়ে যান।

মন্ত্রী বলেন, আমি সিএএ নিয়ে কথা বলেছি, তাই এখানে কয়েকজন আছে তাদের ভালো লাগেনি। আমাকে বাপ তুলে তুলে গালাগালি করেছে। অ্যাটাক করার চেষ্টা করেছে কিছু টিএমসি সদস্য। শুধু ঠাকুরের অনুষ্ঠান নয়, যেখানে যাবো আমাদের অধিকার নিয়ে বলবো। সিএএ আমাদের নাগরিক অধিকার। পি আর ঠাকুর ও বড়মা বীণাপাণি দেবীর প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, নাগরিকত্ব অধিকার নিয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষরা লড়াই করেছেন। এ বিষয়ে মন্দির কমিটির সম্পাদক ফাল্গুন মালাকার দাবি করেছেন, শান্তনু ঠাকুর অশ্লীল উক্তি করার কারণে সাধারণ মানুষ তাকে যা বলার বলেছে। আমি তাকে কোন আক্রমণ করিনি।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উড়িয়ে ট্যাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন রাজনীতি নয়, ভোটের সময় ভোট। এখানে মন্ত্রী অশ্লীল উক্তি করায় সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করেছে, তৃণমূল কোন বিষয় নয়।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীতাতপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
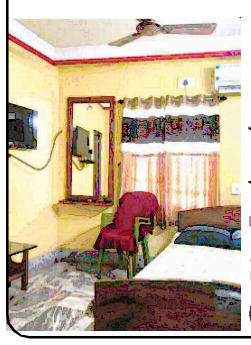
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪১ ❐ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

ভেজাল বর্তমান সময়ের বড় সমস্যা

মানুষের কল্যাণে সমাজ। সমাজের কল্যাণেই মানুষ। সমাজের ভালখারাপ মানুষের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আমরা মোদ্দা কথাটা জানি, মনুষ্যত্ব নিয়েই মানুষ। মনুষ্যত্ব বিহীন মানুষ অমানুষ। যে জীবন নিজের সুখে মগ্ন, সে জীবন স্বার্থপর। সে জীবন অমানবিকতায় পঙ্গু। তাই চোরাপথে জীবনের যে সাফল্য, তা বেশিদিন টেকে না। আসলে নীতিবোধ মানুষের জীবনে বড় আশ্রয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সমাজ জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। আজকের ব্যবসায়, স্বার্থটা-বড়। অভাব হলো নীতিবোধের। সর্বত্র ভেজালের মহিমা। ওষুধে ভেজাল, চাল, ডাল, তেল, আটা এমনকি রান্নার মশলাপাতিতে পর্যন্ত ভেজাল। পোস্তয় ভেজাল। শাকসবজি, বেগুন, পটলে তীব্র পরিমাণে বিষ তেলের প্রয়োগ। শরীরের পক্ষে কত অস্বাস্থ্যকর। পৃথিবীতে ভারতের মতো আর কোনো দেশে খাদ্যে এত ভেজাল মেশানো হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের দেশ বোধহয় শীর্ষে। বাড়ি তৈরী করবেন? গালে হাত দিয়ে ভাবতে হবে আপনাকে, কারণ সিমেন্টে ভেজাল। এমনকি যে শাকসবজি খেয়ে একটু স্বস্তি পাবেন, তাতেও ভেজাল, কারণ তাতে রং করানো হয়। এভাবেই বেড়ে চলে অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফার অঙ্ক। ভেজাল ব্যবসায়ীদের রোধ করা যাচ্ছে না কেন? ভেজাল খাবার খেয়ে কত মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। কেউ কেউ মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ে। এসব দেখেও অসাধু ব্যবসায়ীদের কোনো চেতনা নেই। তারা মুনাফা লুটতেই ব্যস্ত। ঘৃণ্য ব্যবসায়ীদের এখানে কঠোর শাস্তি হয় না। তবে দুর্নীতি দমনের জন্য একসময় গঠিত হয়েছিল 'সদাচার সমিতি'। কিন্তু কোনো কার্যকর হলো না। সদাচার সমিতি ভরে উঠলো বাস্তু ঘুঘুদের নিয়ে। অবশেষে তৈরি হলো ভেজালরোধে 'খাদ্য ভেজাল নিবারনী বিধি'। 'সে আইনেও অসাধু ব্যবসায়ীদের ঘায়েল করা গেল না। আসলে আইন দিয়ে কখনও মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা যায় না। দরকার মানবিক বোধ। এই চেতনা যতদিন ব্যবসায়ীদের না হচ্ছে ততদিন সমাজে ভেজাল অটুট থাকবে। ভেজালের সর্বনাশা বিভীষিকা থেকে মানুষের কি কোনো মুক্তি নেই? ভেজাল সমাজের একটা রীতিমত ভয়ানক অপরাধ। এক্ষেত্রে সরকারের দিকে তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শীতের সার্কাস কি হারিয়ে যাচ্ছে

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

তাঁদের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা কেউ কখনও সার্কাসে আসতে চাইলে তাদেরকেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সার্কাসে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে কর্মে নিযুক্ত করা হয়।

ছোটবেলায় আমরা দেখেছি, সার্কাসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে নানান খেলা দেখাতেন। এখন শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইনি জটিলতায় কম বয়সি ছেলে-মেয়েদের সার্কাসে একেবারে নেওয়া হয় না। এখন বারো তেরো বছর বয়স হলে সার্কাসে নেওয়া হয়। সার্কাসের এক বয়স্ক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথায় অনেক কিছু জানা গেল। মালিক বা নামকরা খেলোয়াড়দের পূর্ব পরিচিতি বা চেনা জানা লোকের সুপারিশেই সার্কাসে লোক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগের পর এরাই প্রথমে গুরুর কাছে তালিম নিয়ে একেকজন একদিন পাকা খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। ওঁরাও জানেন, সার্কাসের দর্শকদের সামনে ভালো খেলা না দেখাতে না পারলে জনপ্রিয়তা হারিয়ে যাবে। তাই মন দিয়ে ভালো খেলা শিখে একজন দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন।

সার্কাসে রয়েছে নানান ব্যালান্সের খেলা। যেমন, এক চাকার সাইকেল চালানো, প্লাস্টিকের রিং পা দিয়ে মাটি থেকে তুলে নেওয়া, শূন্যে সাঁতার দিয়ে চোখের পলকে এক রিং থেকে অন্য চলে যাওয়া, যাকে ট্রাপিজের খেলা বলে। এ ধরনের খেলা আধা-অন্ধকারের মধ্যে হয়ে থাকে। নানান ধরনের রঙিন আলো জ্বলে। তবে সব থেকে আকর্ষণীয় খেলা হল— গ্লোবের মধ্যে মোটর সাইকেল চালানো। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ খেলা। তিনজন খেলোয়াড় মোটর সাইকেলে চড়ে এদিকে ওদিক পাক দিতে থাকেন। তবে দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। তবে দর্শকদের খুশি করতে নিরলস পরিশ্রম ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন সার্কাসের ছেলেমেয়েরা। তবে সার্কাস কতদিন টিকে থাকবে— এর উত্তর একমাত্র ভবিষ্যৎই দিতে পাররে। **সমাপ্ত...**

ঠাকুরনগর বইমেলায় কবি সম্মেলন

নীরেশে ভৌমিক ঃ গত ২৪ ডিসেম্বর ঠাকুরনগর মেলার শেষ দিনে সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় কবি সম্মেলন। এদিন মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তথেকে দেড় শতাধিক কবি ঠাকুরনগর বই মেলা আয়োজিত কবি সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেন। মেলা কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রাক্তণ সাংসদ ড. অসীম বালার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের কবি সম্মেলনে বিশিষ্ট কবিগনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কবি বনগাঁর জলধি হালদার, বর্ষিয়ান কবি ও শিক্ষক অনুপম দে, বাসন্তি দেবনাথ, ডাঃ আশিস কান্তি হীরা, ডাঃ জয়শ্রী মিত্র, রবীন্দ্রনাথ তরফদার, পাঁচুগোপাল

হাজরা, সমীর কুমার রায়, তাপস তরফদার, হরষিত রায়, পলাশ মণ্ডল প্রমুখ। কবিতা পাঠ শেষে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সকল কবিকে শংসাপত্র ও স্মারক উপহারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অন্যতম সংগঠক দীপক মিত্র, দুলালপাত্র, বিধান মণ্ডল প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে এদিনের সম্মেলন সার্থক হয়ে ওঠে। কবি সম্মেলন শেষে সন্ধ্যায় ছিল সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগনের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

মাতাতে আসছেন রূপঙ্কর ও অদিতি

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া তথা গাইঘাটার ঐতিহ্যবাহী এবারের কলরব উৎসব মাতাতে আসছেন স্বনামখ্যাত সংগীত শিল্পী রূপঙ্কর বাকচী ও অদিতি চক্রবর্তী। চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানে আয়োজিত ৩০তম বর্ষ বার্ষিক কলরব উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৫ ও ৬ জানুয়ারি ২০২৪। ৫ জানুয়ারি সকালে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, সংস্থার সদস্যগণ পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীত ও মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা হবে। এদিন রয়েছে ছোটদের অংকন ও ছড়ার গান প্রতিযোগিতা। সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুন্ডু জানান, স্বেচ্ছা রক্তাদান শিবির, মধ্যাহ্নে কলরব সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চস্থ হবে ক্লাব সদস্যগণ পরিবেশিত নাটক অপরিচিতা। এছাড়াও রয়েছে কলরব মিউজিক্যাল গ্রুপ ও নূপুর নৃত্যকলা সংস্থার মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান। দ্বিতীয়দিন তবলার লহড়া, নৃত্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় আমন্ত্রনমূলক সংগীত, পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রূপঙ্কর ও অদিতি।

সাড়ম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস সমারহে উদযাপিত হয় গাইঘাটায়।

এদিন গাইঘাটার প্রানকেন্দ্র চাঁদপাড়া বাজারে ও স্টেশন পার্শ্বস্থ জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকগন সাড়ম্বরে দিনটি পালন করেন। সকলেই দলীয় ভবন অঙ্গনে দলনেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য শান্তিময় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। অন্যদিকে এদিন সকালে চাঁদপাড়া বাজারে ব্লক কমিটির সভাপতি পার্থ প্রতিম রায়ের উদ্যোগে পতাকা উত্তোলন এবং অপরাহ্নে বাসস্ট্যান্ডে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন প্রাঙ্গনে দলের পক্ষথেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী হ্যাপি রায়ের কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের পর বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা ও পি সি সি সদস্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমলেন্দু রায় কেক কেটে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস তথা জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সভায় দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব তাতা ভট্টাচার্য ও সালাউদ্দিন খরাজীসহ মহকুমা ও ব্লক স্তরের নেতৃবৃন্দ।

সভায় বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর দলের প্রতিষ্ঠা এবং তারপর ইংরেজদের হটিয়ে দেশের স্বাধীনতা লাভ, অতঃপর দেশ ও জাতি গঠনে কংগ্রেসদল ও নেতাদের ভূমিকা তুলে ধরেন।

ভ্রমণ

গির ন্যাশনাল পার্ক

অজয় মজুমদার

কুড়ি অক্টোবর ২০২২, আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে দিউ থেকে গির অরণ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দিউ থেকে গির অরণ্যের দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার।

গির জাতীয় অরণ্য গুজরাটের জুনাগড়ের মধ্যে অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে এই জাতীয় অরণ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১১৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই জাতীয় উদ্যানটি এশিয়াটিক সিংহ-র জন্য বিখ্যাত। গির জাতীয় অরণ্যের পাশেই হোটেল স্টার নামের হোম স্টে-তে আমরা উঠলাম। অবস্থান এবং ঘরগুলি দেখে সবারই মন ভরে গেল। তবে এখানে থাকবো তো মাত্র দুটি রাত ও জঙ্গলটি মেনডারদা— মহকুমা বা তহলকা, জেলা— জুনাগড় ,ব্যাংক অফ বরোদার পাশেই। মে ২০১৫ সালে ১৪ তম এশিয়াটিক সিংহ (প্যান্থেরা লিও পারসিকা) গণনা হয়েছিল। সিংহের সংখ্যা ছিল ৫২৩টি। গির জাতীয় উদ্যান ১৬ জুন থেকে ১৫ ই অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এখানে ভ্রমণের সেরা সময় ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে। মে মাসে খুব গরম থাকে, তবে বন্য জীবন দেখার এবং ছবি তোলার এটাই সেরা মাস। গির অরণ্যে গত পাঁচ বছরে ১০০ শতাংশ সিংহ বেড়েছে। বর্তমান সিংহের সংখ্যা ১০০০ অতিক্রম করে গিয়েছে। সিংহের উপস্থিতি এখন সৌরাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলগুলির আশেপাশে রয়েছে। তারা অনুকুল পরিবেশে প্রজনন করে চলেছে।

গির অরণ্যের একটি স্থলভাগ রয়েছে। স্থলভাগ গুলো এবড়ো- খেবড়ো ও চড়াই উতরাই। বিচ্ছিন্ন পাহাড়, মালভূমি এবং উপত্যকা নিয়ে গঠিত। সিংহ ছাড়াও গির অরণ্যে অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী— সরীসৃপ, নানা জাতের ইন্ডিয়ান সর্প (Snake), পাখি এবং কীটপতঙ্গের প্রজাতির পাশাপাশি প্রচুর উদ্ভিদের একটি অনন্য আবাসস্থল। গিরের বিখ্যাত ফ্লোরা বা উদ্ভিদ গোষ্ঠী হল— সেগুন, দুধলক্ষীর (রিটিয়া টিনক্টোরিয়া), ধাভডো (অ্যানোজিসিস ল্যাটিফোলিয়া), হারমো, সাদাদ, খাখরো ইত্যাদির ফনা বা প্রানী গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সিংহ (ব্রেশিয়াটিক), চিতা বাঘ, হায়েনা, চিতল

হরিণ, সাম্বার, বুলে ষাড়, চৌশিঙ্গা, বুনো শুয়োর, কুমির।

উল্লেখ যোগ্য পাখি হল— মালাবার হুইসলিং থ্রাস, অ্যাবেঞ্জ হেডেড গ্রাউন্ড থ্রাশ, প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার, ব্ল্যাক নেপড, ফ্লাই ক্যাচার, ইন্ডিয়ান পিটা, টাউনি, ঈগল, বোনেলির ঈগল, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল কিং, শকুন, ক্রোস্টেড হক ঈগল, শকুন, পেইন্টেড স্টার্কস, পোলিকানস।

দ্যা এশিয়ান লায়ন সবচেয়ে রাজকীয়। প্রকৃতির একটি অনন্য উপহার। শিকারের কৌশল সহ একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রানী। সাধারনত প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা, তাদের শাবক এবং কয়েকটি পুরুষ নিয়ে শিকার করে থাকে। বেলা দুটোয় সাফারির জিপ এল আমাদের নিতে। প্রতি জিপ গাড়িতে ছয় জন। ভাড়া ৪৫০০ টাকা। 'আমরা চললাম গির অরণ্য সাফারিতে ও জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ভীষণ এবড়ো— খেবড়ো বা চড়াই উৎরাই রাস্তা। ভীষণ ঝাঁকুনি। ছবি তুলতে গেলে ক্যামেরা বা মোবাইল ছিটকে পড়ার মতো। সাফারি নিয়ন্ত্রকেরা জঙ্গল রুটকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন, অন্য রুটে যাওয়া চলবে না, এই নির্দেশ আমাদের পারমিটের সঙ্গে রয়েছে। আমরা ভাবি এই জঙ্গলের রাস্তা ওরা

কিভাবে মনে রাখে। আমরা দেখলাম বুনো শুকর, অনেকগুলি ময়ূর (নানা প্রজাতি), নানা প্রজাতির হনুমান, সাম্বার, নীলগাই এবং সবশেষে আমাদের দলের অনেকেই সিংহ দেখেছে— তার রাজকীয় ভঙ্গিতে ও সবাই ছবিও তুলেছে। গির অরণ্যের মধ্যে দিয়ে রেল লাইন গেছে জঙ্গলের রাস্তায় সেজন্যে গেটও পড়ে। গাড়ি পার হতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে। একটু এগিয়ে গেলেই লেক। সেখানে কুমির প্রজেক্ট চলে। আমরা দু'একটি কুমিরকে দেখেছিলাম সাঁতার কাটতে। প্রকৃতপক্ষে এত বড় অরণ্য একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। যাই হোক জঙ্গলের জন্যই এখানে আসতে হয় এবং সাফারি নিয়ে বিভিন্ন রুটে গেলে তবে সামান্য কিছু বোধগম্য হওয়া সম্ভব। বনের বাইরে সুন্দর একটি বাজার আছে। সেখানে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ম্যাংগো পাল্প। আশেপাশে প্রচুর আমের চাষ হয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মালদা-র মত। অন্যান্য রাজ্য থেকেও এখানে আম আসে এবং আম প্রসেসিং কাছেই কোথাও হয়। আমরা ৪ কেজি ম্যাংগো পাল্প কিনেছিলাম মাত্র ৪০০ টাকায়। অল্প কিছু গোয়াভা পাল্প আমরা কিনি। আমরা ফিরে আসি প্রায় ছটা নাগাদ। তারপর আমরা আবার ওই বাজারটায় একটু ঘোরাঘুরি করি। আমাদের ট্যুরের কর্ণধার ডাক্তার হারুন শাহারুন ১৪ কিলোমিটার দূর থেকে মোটরসাইকেলে করে মটন জোগাড় করে পিকনিকের ব্যবস্থা করল। মাংসের দাম ৭৫০ টাকা কিলো ও এদিন রাতে সবাই তবা তওবা করে সেই সুস্বাদুযুক্ত মটন খেলো। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা আমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গির অরণ্য থেকে আমেদাবাদের দূরত্ব ৪০২ কিলোমিটার। আমরা সকাল আটটায় বের হলাম। সন্ধ্যা আটটায় পৌঁছালাম। রাতের খাবার আমাদের হাতেই দিয়ে দিল দায়িত্বপ্রাপ্তরা। আমরা ৮ নম্বর প্লাটফর্মে চলে গেলাম, বি-২ তে আমাদের ছয়জনের সিট পড়েছে। এই রাতের পরে সম্পূর্ণ ভ্রমনটাই ইতিহাস হয়ে যাবে। বিদায় গুজরাট- বিদায়।

নিবেদিতা শিশু তীর্থের শিশু উৎসবে বহু মানুষের সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙা ঐতিহ্যবাহী শিশু শিক্ষালয় নিবেদিতা শিশুতীর্থের ব্যবস্থাপনায় ও শিশু উদ্‌যাপন কমিটির পরিচালনায় স্থানীয় আনন্দ সম্মেলন ময়দানে গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে মহাসমারোহে শুরু হল গোবরডাঙা শিশু উৎসব ২০২৩। এদিন মধ্যাহ্নে ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রেরিত পুরুলিয়া থেকে আগত শিল্পীদের ছৌ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ৪ দিন ব্যাপী

আয়োজিত শিশু উৎসবের সূচনা হয়। মঞ্চে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী, উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার দে, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসক নন্দদুলাল বসু, আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত গবেষক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পূর্ণেন্দু বিকাশ সরকার ও শ্রীমতী বর্নালী সরকার প্রমুখ। শিক্ষালয়ের কর্ণধার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শান্তনু দে সকলকে স্বাগত জানান। উদ্যোক্তারা সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় মানপত্র সহ নানা উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট জনেরা এই শিশু শিক্ষালয় এবং এই বর্ণময় উৎসবের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। শুরুতে শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র পাঠ ও সংগীতের মধ্য দিয়ে নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এদিন শিক্ষালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়ারা সংগীত নৃত্য নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করে উৎসব প্রাঙ্গণের সুবিশাল ও সুসজ্জিত মঞ্চে পরিবেশিত নানা আর্কষনীয় অনুষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ সহ এলেকার বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উৎসব প্রাঙ্গনে নানা প্রদর্শনী ছাড়াও ছিল সরকারি ও বেসরকারি নানা স্টল। উদ্বোধনী দিনে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী সমীর কিশোর নন্দী, কালিপদ সরকার, শংকর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মণ্ডল, মনোরঞ্জন ঘোষ, আভা চক্রবর্তী, চলচ্চিত্র পরিচালক ও নাট্যাভিনেতা দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, সমাজসেবি আকবর মণ্ডল, পৌরসভার কাউন্সিলর বাসুদেব কুন্ডু ও ডাঃ দিলীপ ঘোষ প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ শান্তনু বাবু উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিদ্যালয়ের কাচিকাঁচা পড়ুয়াদের মধ্যে বেশ স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিকা জয়িতা শূরের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বই মেলায় সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ প্রকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর ২১তম বর্ষের গোবরডাঙা বই মেলায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বঙ্কিম, আনন্দ ও সাহিত্য আকাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ছিলেন গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ড. হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতনের (বালক) প্রধান শিক্ষক আশিষ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক দীপক কুমার দাঁ ও বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী সমীর কিশোর নন্দী প্রমুখ। একবিংশতিতম গ্রন্থ মেলার উদ্বোধন শেষে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময়বাবু বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বই মেলার অন্যতম সংগঠক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বিরচিত ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগর গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। উদ্বোধক শ্রী চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে গ্রন্থ মেলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত সকলের প্রতি বই কেনার ও পড়ার আহ্বান জানান। গ্রন্থ প্রকাশের পর বাসুদেববাবু মঞ্চে উপবিষ্ট সকল বিশিষ্টজনদের হাতে তাঁর লেখা বই তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

ঠাকুরনগর বই মেলার মঞ্চে প্রশংসিত পরশ এর মূকাভিনয়

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৪ডিসেম্বর ঠাকুরনগর বই মেলার শেষ দিনে অনুষ্ঠান করল ঠাকুরনগরের পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এর মূকাভিনয় শিল্পীগণ। এদিন মধ্যাহ্নে কবি সম্মেলন ও সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরন শেষে বইমেলার সুবিশাল মঞ্চে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিন সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান শেষে পরশ সংস্থার ছোট বড় সদস্যগণ সুসজ্জিত মঞ্চে পরিবেশন করেন মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান। সংস্থার কর্নধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাস এর নির্দেশনায় সংস্থার সদস্যগণ এদিন 'ভালোবাসাই সব' শীর্ষক নাটকটি মঞ্চস্থ করে। সংস্থার ছোট বড় শিল্পীগণ পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। সংস্থার প্রাণপুরুষ শাশ্বতবাবু জানান, আগামী ২ জানুয়ারী নহাটা হাইস্কুলের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের মঞ্চে তারা মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন।

গোবরডাঙ্গা নক্সার জাতীয় নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল নক্সার ৪৩তম বর্ষে একাদশ বার্ষিক জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ২১-২৫ ডিসেম্বর। একুশে ডিসেম্বর অপরাহ্নে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে আয়োজিত নাট্য উৎসবের সূচনা করেন স্বনামধন্য মূকাভিনেতা পদ্মশ্রী ড. নিরঞ্জন গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, কাউন্সিলর বাসুদেব কুণ্ডু, নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে আগত নাট্যপ্রেমী স্যামুয়েল গর্ডন ব্রুস প্রমুখ। নকসার প্রাণপুরুষ আশিস দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, শীতবস্ত্র ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলে তাঁদের বক্তব্যে গোবরডাঙ্গার প্রাচীন নাট্যদল নকসার সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর যাবৎ নাট্যচর্চার প্রায়সকে সাধুবাদ জানান। আশিস বাবু জানান, পাঁচদিন ব্যাপী অয়োজিত নাট্যোৎসবে রাজ্য ছাড়াও দেশের তিনখানি নাটক রয়েছে। নকসা প্রযোজিত ৩খানি নাটক ছাড়াও রয়েছে আমেরিকার সুদীপ্ত ভৌমিক নির্দেশিত ইসি টি এ ছাড়াও নিউজার্সি প্রযোজিত দিকে দিকে সাড়া জাগানো নাটক জন্মান্তর। নাট্যোৎসবের সূচনায় নকসা প্রযোজিত আশিস দাস নির্দেশিত মঞ্চসফল নাটক বিনোদিনী পরিবেশিত হয়। বিনোদিনীর চরিত্রে দীপা ও ভূমিসূতা দাসের অনবদ্য অভিনয় উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। হায়দ্রাবাদের শূদ্রক মঞ্চস্থ করে সকলের ভালোলাগার নাটক এক দুরাচারী রাজা। ২৪ ডিসেম্বর পুনার অগ্নিমিত্রা নাট্যদল মঞ্চস্থ করে মঞ্চসফল নাটক আঁধার সীমানায়। এদিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল রূপাঙ্গন মুম্বাই প্রযোজিত মজার নাটক তিন বাঁদর। শেষ দিনে নকসা প্রযোজিত নতুন নাটক আশ্চর্য মানুষ এবং ভূমিসূতা দাস নির্দেশিত অ্যারাবি সমবেত দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। নকসার কর্ণধার আশিস দাস জানান, নকসার এই ১১ তম নাট্যোৎসবে নাটক ছাড়াও প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ছিল 'আমার জার্নি আমার থিয়েটার' শীর্ষক সেমিনার। বহু নাট্যমোদী দর্শক সাধারণের উপস্থিতিতে নাট্যোৎসব সার্থকতা লাভ করে।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

বল্লভপুরের প্রাচীন মন্দিরে কালী পুজো ও কম্বল বিতরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও গত ৭ পৌষ বনগাঁর কালুপুর অঞ্চলের বল্লভপুর গ্রামের ১০৬ বৎসরের প্রাচীন কালী মন্দিরে মহাসমারোহে পুজো সম্পন্ন হয়। এদিন সকাল থেকেই গ্রামের মানুষজন পুজোর আয়োজনে নেমে পড়েন। গ্রামবাসীদের আত্মীয়স্বজনরাও বল্লভপুর কোঠাবাড়ির বার্ষিক স্মরণ উৎসবে গ্রামবাসীদের অনেকের আত্মীয়স্বজনরাও বল্লভপুর কোঠাবাড়ির বার্ষিক স্মরণ উৎসবে যোগ দিতে চলে আসেন। বিশিষ্ট গ্রামবাসীগণের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণেশ মণ্ডল, বল্লভপুর বিশ্বম্ভর বিদ্যাপীঠের প্রাক্তণ টিচার ইনচাজ কালিপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যক্ষ ড. চৈতন্য মণ্ডল, শিক্ষিকা অঞ্জনা মণ্ডল, শিক্ষক স্বরূপ মণ্ডল, প্রবীণ গ্রামবাসী বলাই মণ্ডল, সৌম্যদীপ মণ্ডল, ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবলার সুধীর দাস প্রমুখ। বর্ষিয়ান গ্রামবাসী গণেশ মণ্ডল জানান, এই প্রাচীনকালী মন্দিরটি ১৯১৭ সালে সংস্কার করা হয়। এই মন্দিরে দেবীর কোন মূর্তি থাকে না, ঘট বসিয়ে পুজো করা হয়। বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ ৭ পৌষ তারিখে

মায়ের পুজো শুধু গ্রামের মানুষজনই নয়, জাগ্রত এই মন্দিরে পুজো দিতে পাশ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনও চলে আসেন। সকলের জন্য পুজোর প্রসাদ ও মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যতম সংগঠক শিক্ষক স্বরূপবাবু বলেন, এলাকার কয়েকশো দরিদ্র মানুষজনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় মন্দির সংলগ্ন অঙ্গনে বাউল গানের আসরের ব্যবস্থা করা হয়।

অধীর দত্ত প্রয়াত

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সাহেব বাগান এলাকার বাসিন্দা অবসর প্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী অধীর দত্ত গত ২২ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অধীরবাবু শুরুতে আসাম প্রদেশে ও পরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার চাঁদপাড়া, বনগাঁ ও কলকাতার বিভিন্ন শাখায় কাজ করেন। এলাকার মানুষের সাথে তার ছিল মধুর সম্পর্ক। অধীরবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বড়দিনে ঢাকুরিয়ায় ক্রীশমাস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ এরা কেই খ্রীষ্টান নন, গ্রামে কোন গীর্জাও নেই। তবুও তাঁরা খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করে থাকে। ঘটনাটি চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া তরুণদল ক্লাব সংলগ্ন প্রাঙ্গণের তরুন দল ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিগত তিন বৎসর যাবৎ ২৫ ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ক্লাবের অন্যতম সদস্য রূপন মজুমদারের একান্ত উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এবারও সেজে উঠেছে তরুনদল ক্লাব গৃহ সংলগ্ন প্রাঙ্গন। সুসজ্জিত অঙ্গনে যীশুর জন্ম কাহিনী নিয়ে অভিনব প্রদর্শনী ছোট-বড় সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। ক্লাব প্রাঙ্গনে যীশুর জন্মস্থানের জন্য যীশুর মূর্তি ছাড়াও মাদার টেরেসা, সিস্টার নিবেদিতা, ফাদার ও শিশু এবং সেই সঙ্গে যীশুর প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে।

প্রদর্শনী অঙ্গনে ফোয়ারা, দর্শনীয় তোরন সমবেত দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে। প্রদর্শনীর মধ্যে আকর্ষনীয় সাজে সান্তাক্লজ ও জোকার ছোটদের মন জয় করছে। অপরাহ্ন থেকে এলাকার বহু মানুষের সমাগমে প্রদর্শনী প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠেছে। সমবেত দর্শনার্থীগণ তরুনদল ক্লাব ও সদস্য রূপন মজুমদারের এই মহতী উদ্যোগ ও প্রয়াস এর ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্ণিচার

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

সেবা ফার্মার্স সমিতির বার্ষিক মিলন উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম সমাজসেবি প্রতিষ্ঠান গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স আয়োজিত বার্ষিক মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মছলন্দপুরের ঘোষপুরের বাণগ্রস্থ সেবা আশ্রমে। গত ২৩ ডিসেম্বর সকালে আশ্রমের মন্দিরে মাতৃবন্দনা ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুনীল চ্যাটার্জীর কণ্ঠে ভজন গানের মধ্য দিয়ে বাৎসরিক অনুষ্ঠান অবলম্বন এর সুচনা হয়। শুরুতে সমিতি সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার সহ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রয়াত রাসমোহন দত্তের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান।

এদিনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে বিশিনজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, প্রলয় দত্ত, সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, ডাঃ এন সি কর। সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, দীপক দা, বিশিষ্ট কবি ও লেখক স্বপন কুমার বালা প্রমুখ। সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দবাবু তাঁর স্বাগত ভাষণে এই সাহিত্য সভায় গুণীজন সংবর্ধনা, নিঃস্বার্থ সেবা, অসহায়দের পাশে থাকা অন্ন, বস্ত্র প্রদান, দুস্থ রোগীদের চিকিৎসা, চক্ষুরোগীদের চিকিৎসা চশমা প্রদান। সেই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশুদের মানুষের মতো মানুষ হিসের গড়ে তোলার লক্ষ্যে বছরভর কাজ করে চলেছে। সমিতি 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে এদিন এলেকার কয়েকজন দুস্থ অসহায় এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষজনের হাতে সমিতির পক্ষ থেকে খাদ্য বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

শুরুতেই এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পলাশ মণ্ডলের কণ্ঠে বিদ্রোহী কবি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি শিশু শিল্পী বৃষ্টি রায় ও সম্পূর্না দে'র মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান এবং মেদিয়া ছাত্র কল্যান সমিতির কচি কাঁচা পড়ুয়াগণ পরিবেশিত মজার নাটক যৌতুক উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। অংশগ্রহনকারী কচি কাঁচাদের সমিতির পক্ষ থেকে উপহার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

এবারে রাসমোহন দত্ত স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার এর মূকাভিনয় শিল্পীদের। সংস্থার কর্নধার গোবিন্দবাবু ও সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা ইমন মাইম এর প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার এর হাতে পুষ্পস্তবক উত্তরীয় মানপত্র এবং সেই সঙ্গে নগদ ৫ হাজার টাকা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রয়াত রাসমোহন দত্তের পরিবারের লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, সেবা সমিতির অন্যতম সেবক গৌতম সাহার পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**